দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ OCT. 06 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৭

জাহাঙ্গীরনগর ভার্সিটিতে একমাসে দেড়শ শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের চেষ্টা

॥ জাবি সংবাদদাতা ॥

সরকারের শেষ সময়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে গণনিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। আগামী এক মাসের মধ্যে নিয়োগ পেতে যাচ্ছে দেড় শতাধিক শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারি। এবার দল নয়, ব্যক্তিগত আনুগত্য এবং অর্থনৈতিক লেনদেনই নিয়োগের প্রধান যোগ্যতা হিসেবে কাজ করছে বলে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ৭১ জন শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে একই সময়ে ৯৮ জন কর্মচারির নতুন পদ সৃষ্টি করেছে প্রশাসন। আগামী এক মাসে মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এসব পদে নিয়োগ চূড়ান্ত করতে যাচ্ছে। তবে শিক্ষক নিয়োগের একটি অংশ পূর্ববর্তী বছরে অস্থায়ীভাবে নিয়োগকৃতদের স্থায়ীকরণের জন্য বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন।

বর্তমান প্রশাসন দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই সবচেয়ে বড় ধরনের নিয়োগ। সূত্র মতে, ২০০৪-০৫ শিক্ষাবর্ষে ৪২ জন শিক্ষক, ২ জন কর্মকর্তা এবং ৫৯ জন কর্মচারি নিয়োগ লাভ করে। ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে ৩৯ জন শিক্ষক, ৫ জন কর্মকর্তা এবং ৬৫ জন কর্মচারিকে নিয়োগ দেয়া হয়। বিএনপিপন্থি অনেক শিক্ষক এবং ছাত্রদল নেতাদের অভিযোগ, দল বা যোগ্যতা নয়, নিয়োগের জন্য একটি সিন্ডিকেট গড়ে উঠেছে। ওই সিন্ডিকেট সংশ্লিষ্ট হল প্রভোষ্ট এবং অফিস প্রধানকে ম্যানেজ করেই কাজ আদায় করে নিচ্ছে। সূত্র মতে, সরকারের প্রভাবশালী অনেক মন্ত্রী, এমপি'র জোর সুপারিশও ওই সিন্ডিকেটের কাছে হার মানে।

তৎপর রয়েছে শক্তিশালী সিন্ডিকেট

গত তিন মাসে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের বিভিন্ন সভায় ৯৮টি সম্পূর্ণ নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়। অনেক বিভাগ পদ চেয়ে আবেদন করলেও পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রশাসনের অনুগত হল প্রভোস্ট এবং অফিস প্রধানকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কর্মচারি ইন্তেকাল করলে তার পোষ্যকে যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি দেয়ার বিধান থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে তা মানা হচ্ছে না। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন পদগুলোতে ডাইনিং কর্মচারিদের মধ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে নিয়োগের বিধান রয়েছে। সেক্ষেত্রে বর্তমান প্রশাসন কার্যকর ভূমিকা রাখেনি।

সরকারের শেষ সময়ে এসব নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। দীর্ঘ ছুটির মধ্যে এসব নিয়োগের চেষ্টা নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, ক্যাম্পাসে খোলা থাকলে ছাত্র আন্দোলনের ভয় রয়েছে। ফলে ছুটির মধ্যেই নিয়োগ চূড়ান্ত করতে চায় সংশ্লিষ্ট প্রশাসন। এ প্রসঙ্গে কথা বলার জন্য চেষ্টা করেও ভিসিকে পাওয়া যায়নি। (১২শ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

জাহাঙ্গীরনগর ভার্সিটিতে

(তৃতীয় পৃঃপর)

প্রো-ভিসি প্রফেসর এনামুল হক খান জানান, কর্মচারি নিয়োগে তিনিই সর্বপ্রথম লিখিত পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করেছেন। এখানে অনিয়ম হওয়ার কোন সুযোগ নেই উল্লেখ করে তিনি বলেন, হলসমহে নিয়োগ সংশ্লিষ্ট হল প্রশাসনের ব্যাপার।